



21672 - আখরীতে শাফায়াত

প্রশ্ন

শাফায়াত কী? এর কিকোনো প্রকারভেদে আছে? সকল মানুষই কি শাফায়াত করতে পারবে; নাকি শুধু নবীরা? এমন কোনোটো মানুষ আছে যাদের শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যখন মানুষ সেই মহান স্থানে কঠনি পরীক্ষার মুখোমুখি হবে এবং তীব্র গরম, ভয়াবহ পরিস্থিতি ও দুঃখ-কষ্টের মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের অবস্থা কমন হবে সেই সময়ে, যখন আল্লাহ তোমাদের সবাইকে এভাবে একত্রিত করবেন ঠিকি যভাবে তীরগুলোক তূণীরে একত্রিত করা হয়; এভাবে থাকবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তারপরও আল্লাহ তোমাদের প্রতিদৃষ্টি দিবেন না?” [সলিসলিহ সহীহাহ (২৮১৭)]

তখন বান্দারা সম্মানতি ব্যক্তদিয়ে খুঁজতে থাকবে যনে তারা তাদের রবের কাছে বদ্যমান বপিদ দূর করার জন্য সুপারশি করে এবং বান্দাদের মধ্যে বচির-ফয়সালা করার জন্য যনে আল্লাহ আসনে। তখন তারা আদমের কাছে যাবে। তিনি অপারগতা পশে করবনে। তারপর তারা নূহের কাছে আসবে। নূহও অপারগতা পশে করবনে। তারপর তারা ইব্রাহীমের কাছে যাবে। ইব্রাহীমও অপারগতা পশে করবনে। তারপর তারা মুসার কাছে আসবে। মুসাও অপারগতা পশে করবনে। তারপর তারা ঈসার কাছে আসবে। ঈসাও অপারগতা পশে করবনে। তারপর তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। তখন তিনি বলবেন: “এর জন্য আমিহি আছি। এর জন্য আমিহি আছি।” তারপর তিনি মিয়দানে উপস্থতি সবার জন্য সুপারশি করবনে যাত বচির করা হয়। এটাই হচ্ছে সেই মাকামে মাহমুদ (প্রশংসতি মর্যাদা) যার ওয়াদা আল্লাহ নমিনকত বাণীতে করছেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“আর রাতেরে কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন; আপনার জন্য অতিরিক্ত হিসেবে। আশা করা যায় আপনার প্রভু আপনাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসতি মর্যাদা) অধিষ্ঠতি করবনে।” [সূরা ইসরা: ৭৯]

শাফায়াত সম্পর্কে সুদীর্ঘ হাদীসটি হলো: আনাস ইবনে মালকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা থেকে বর্ণতি তিনি বলেন:

আমাদরেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যখন কয়ামতের দিন হবে মানুষ ভীড়ে ঠাসাঠাসি করবে, অতঃপর তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে: আমাদরে জন্ম আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন: আমি এর উপযুক্ত নই। তবে তোমরা ইবরাহিমের কাছে যাও। কারণ তিনি রহমানের খলিল। তখন তারা ইবরাহিমের কাছে আসবে। তিনি বলবেন: আমি এর উপযুক্ত নই। তবে তোমরা মুসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী। তখন তারা মুসার কাছে আসবে। তিনি বলবেন: আমি এর উপযুক্ত নই। তবে তোমরা ঈসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর (পক্ষ থেকে বশিষে) রূহ ও তাঁর বাণী। তখন তারা ঈসার কাছে আসবে। তিনি বলবেন: আমি এর উপযুক্ত নই। তবে তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। তখন অতঃপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি বলব: “আমি এটির জন্ম”। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে এবং তিনি আমাকে এমন কিছু প্রশংসার বাক্য শিখিয়ে দিবেন যা দ্বারা আমি তাঁর প্রশংসা করব; যে বাক্যগুলো এখন আমি জানি না। আমি তাঁর প্রশংসা করব এবং সজেদায় লুটিয়ে পড়ব। তিনি বলবেন: “হে মুহাম্মাদ মাথা উঠান, আপনাকথা বলুন; আপনার কথা শোনো হবে। আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।” আমি বলব: “হে আমার রব! আমার উম্মত, আমার উম্মত।” তিনি বলবেন: “যান, সখোন থেকে (জাহান্নাম থেকে) এমন ব্যক্তিকে বের করে আনুন যার অন্তরে যবের পরিমাণ পরিমাণ ঈমান রয়েছে”। তখন আমি গিয়ে তা করব। অতঃপর ফিরে আসব এবং সে প্রশংসার বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর প্রশংসা করব। অতঃপর তাঁর সজেদায় লুটিয়ে পড়ব। অতঃপর বলা হবে: “হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠান। কথা বলুন, আপনার কথা শোনো হবে। আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।” আমি বলব: “হে আমার রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত।” তিনি বলবেন: “যান, সখোন থেকে এমন ব্যক্তিকে বের করুন যার অন্তরে পিঁড়ার মাথা পরিমাণ কথিবা সরিয়া পরিমাণ ঈমান রয়েছে”। তখন আমি গিয়ে তা করব। অতঃপর ফিরে এসে সে বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর প্রশংসা করব। অতঃপর সজেদায় লুটিয়ে পড়ব। তিনি বলবেন: “হে মুহাম্মদ মাথা উঠান। কথা বলুন, আপনার কথা শোনো হবে। আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে”। অতঃপর আমি বলব: “হে আমার রব, আমার উম্মত, আমার উম্মত।” তিনি বলবেন: “যান, বের করুন যার অন্তরে সরিয়া দানার ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করুন।” তখন আমি গিয়ে সেটাই করব।” আমরা যখন আনাসের কাছ থেকে প্রস্থান করলাম, তখন আমি আমাদরে কিছু সাথীকে বললাম: “আমরা যদি পথমধ্যে হাসান বসরীর সাথে সাক্ষাৎ করে যাই, তার কাছে আনাসের হাদিস বর্ণনা করি!” তখন তিনি আবু খলফার ঘরে আত্মগোপনে ছিলেন। আমরা তার কাছে আসলাম এবং তাকে সালাম দলাম। তিনি আমাদরেকে অনুমতি দিলেন। আমরা তাকে বললাম: “আবু সাঈদ, আমরা আপনার কাছে আপনার ভাই আনাস ইবনে মালকের কাছ থেকে এসেছি। তিনি আমাদরেকে সুপারিশ সম্পর্কে যা শুনিয়েছেন তা কখনো শুনেনি। তিনি বললেন: ‘বলো’, আমরা তাকে হাদিসটি বললাম এবং এখানে এসে শেষে করলাম। তিনি বললেন: ‘আরো বলো’, আমরা বললাম ‘এর থেকে বেশি বলেনি’। তিনি বললেন: ‘তিনি আমাকে হাদিসটি শুনিয়েছেন পূর্ণ বশি বছর পূর্ববে। আমি জানি না তিনি ভুলে গেছেন; নাকি তোমাদরে (পক্ষ থেকে কম আমলরে উপর) নরিভর করে থাকাকে অপছন্দ করছেন।’ আমরা বললাম: ‘হে আবু সাঈদ! আপনি আমাদরেকে হাদিসটি শুনান’। তিনি হাসলেন ও বললেন: ‘মানুষকে তড়িৎ

প্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমি তো তোমাদেরকে বলার জন্যই উল্লখে করছি। তিনি তোমাদেরকে যতটুকু বলছেন আমাকেও তা বলছেন।’ তিনি আরও বলছেন: “অতঃপর আমি চতুর্থবার ফরিে আসব এবং সে বাক্যগুলো দ্বারা তার প্রশংসা করব। অতঃপর তাঁর সজেদায় লুটিয়ে পড়ব। তখন বলা হবে: ‘হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। কথা বলুন, আপনার কথা শোনা হবে। প্রার্থনা করুন, আপনাকে দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে।’ তখন আমি বলব: “হে আমার রব! যারাই ٱللَّهُ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَلِيُّ বলছে তাদরে ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন।” তখন তিনি বলবেন: “আমার ইজ্জত, বড়ত্ব, মহত্ব ও সম্মানের কসম, যে ব্যক্তিহি ٱللَّهُ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَلِيُّ বলছে অবশ্যই আমি তাকে জাহান্নাম থেকে বেরে করব।” [হাদীসটি বুখারী (৭৫১০) বর্ণনা করেন]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কিয়ামাতের দিনে আমিহি হবো সকল মানুষেরে সর্দার। তা কীভাবে তোমরা কী জানো? কিয়ামাত দবিসে যখন আল্লাহ তা’আলা শুরু থেকে নিয়ে শেষে পর্যন্ত সকল মানুষকে একই মাঠে এমনভাবে জমায়তে করবেন যে, একজনরে আহ্বান সকলে শুনতে পাবে, একজনরে দৃষ্টি সকলকে দেখতে পাবে। সূর্য নকিটবর্তী হবে। মানুষ অসহনীয় ও চরম দুঃখ-কষ্ট ও পরেশোণীতে পড়ে যাবে। নজিরো পরস্পর বলাবলি করবে: ‘কী দুর্দশায় তোমরা আছ, দেখেছ না? কী অবস্থায় তোমরা পৌঁছেছো তা উপলব্ধি করছ না? এমন কাউকে দেখবে কী যিনি তোমাদেরে রবেরে কাছে তোমাদেরে জন্য সুপারিশ করবেন?’ তারপর একজন আরকেজনকে বলবে: ‘তোমরা আদমেরে কাছে যাও।’ সুতরাং তারা আদমেরে কাছে আসবে” ... এভাবে হাদীসেরে বাকি অংশ বলে এ পর্যায় পর্যন্ত আসলেন: “তখন আমি সুপারিশেরে জন্য যাব এবং আরশেরে নীচে এসে রবেরে উদ্দেশ্যে সজিদায় পড়ে যাব। আল্লাহ আমার অন্তরকে খুলে দবিনে এবং সর্বোত্তম প্রশংসা ও হামদ জ্ঞাপনেরে শিক্ষা প্রদান করবেন; যা ইতঃপূর্বে আর কাউকে খুলে দেননি। এরপর আল্লাহ বলবেন: “হে মুহাম্মাদ! মাথা উত্তোলন করুন। প্রার্থনা করুন, আপনার প্রার্থনা কবুল করা হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।” আমি মাথা তুলে বলব: “হে আমার রব! উম্মাতী (আমার উম্মাত, এদেরকে মুক্তি দান করুন)। হে আমার রব! উম্মাতী। হে আমার রব! উম্মাতী। তারপর বলা হবে: “হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মাতেরে যাদেরে উপর কোন হিসাব নাই তাদেরকে জান্নাতেরে ডানেরে দরজার দিয়ে প্রবশে করিয়ে দিন। তারা এছাড়াও অন্য দরজায় মানুষেরে সঙ্গে শরীক হবে।” তারপর তিনি বললেন: “কসম ঐ সত্ত্বার যাঁর হাতে মুহাম্মাদেরে প্রাণ! নশিচয় জান্নাতেরে দুই চৌকাঠেরে মধ্যকার দূরত্ব মক্কা ও হমিয়ারেরে দূরত্বেরে মতো। অথবা বর্ণনাকারী বলেনে, মক্কা ও বুসরার দূরত্বেরে ন্যায়। [হাদীসটি বুখারী (৪৭১২) বর্ণনা করেন]

কিয়ামতেরে ময়দানে এটাই সেই বৃহত্তম শাফায়াত। এই শাফায়াত তথা সুপারিশ করা হবে বচির শুরু করার জন্য।

কিয়ামতেরে দিন শাফায়াত দুই প্রকার হবে:

১. গ্রহণযোগ্য বা সাব্যস্ত শাফায়াত। তথা শরিয়তেরে দলিলগুলো যে শাফায়াতকে সাব্যস্ত করেছে। এর বিস্তারতি বিবরণ সামনে আসবে।

২. অগ্রহণযোগ্য বা নাকচকৃত শাফায়াত। তথা কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যে যে সমস্ত শাফায়াতকে নাকচ করা হয়েছে। এর বিবরণও আসবে।

গ্রহণযোগ্য শাফায়াত কয়কে প্রকার:

১. বৃহত্তম সুপারিশ যাকে বলা হয় "মাকামে মাহমুদ"। এর জন্য পূর্ববর্তী মানুষ ও পরবর্তীরা মানুষ সকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবে; যাতে তিনি তাদেরকে হাশরের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। এর বিবরণ ইতঃপূর্বে গিয়েছে।

২. তাওহীদে বিশ্বাসী কবীরা গুনাহতে লিপ্ত যে সমস্ত ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবশে করছে তাদেরকে বের করার জন্য সুপারিশ। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য।” [হাদীসটি সহিহ। সুনানুত তরিমযী (১৯৮৩)]

৩. এমন লোকদের ব্যাপারে রাসূলের শাফায়াত যাদের নকী ও বদ সমান হয়ে গেছে তাদেরকে জান্নাতে প্রবশে করানোর জন্য শাফায়াত। আর অন্য একটি দিলকে জাহান্নামে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে; তাদেরকে যেন জাহান্নামে প্রবশে না করানো হয়।

৪. বনি হসিাবে একদল লোককে জান্নাতে প্রবশে করানোর সুপারিশ।

৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর চাচা আবু তালবিরে ব্যাপারে সুপারিশ। এই সুপারিশের ফলে তার থেকে জাহান্নামের আগুন কমানো হবে। এটি বিশেষভাবে চাচা আবু তালবিরের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বিশেষ সুপারিশ।

৬. মুমনিদেরকে জান্নাতে প্রবশেরে অনুমতি প্রার্থনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ।

গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস নয়। বরং এই সুপারিশে অন্যান্য নবী, শহীদ, আলমে, নেককার ও ফরেশেতারা शामिल হবে। হয়তো কোনো ব্যক্তির জন্য তার নকে আমলও সুপারিশ করবে। তবে সুপারিশের সবচেয়ে বড় অংশটা থাকবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

শাফায়াত যে নবীসহ অন্যরাও করবে তার প্রমাণ শাফায়াতের এই হাদীসটি: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা বললাম: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো?’ ... তিনি হাদীসটি উল্লেখ করলেন। সে হাদিসের এক পর্যায়ে তিনি মুমনিদের পুসরিত অতিক্রম করা এবং তাদের ভাইদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবশে করছে তাদের জন্য তাদের সুপারিশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: “তারা বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের ভাইয়েরা

আমাদরে সাথে সালাত আদায় করত, আমাদরে সাথে সিয়াম পালন করত এবং আমাদরে সাথে আমল করত। আল্লাহ তা‘আলা বলবনে: ‘যাও যার অন্তরে তোমরা এক দিনার পরমাণ ঈমান পাবে তাকে বরে করে আন।’ আল্লাহ ঈসব ব্যক্তিদের আকৃতকি জাহান্নামের জন্য হারাম করে দবিনে। যখন তারা তাদের নকিটে আসবে তখন তাদের কটে পা পর্যন্ত জাহান্নামে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কটে পায়ের গোছার অর্ধকে পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারা যাদেরকে চনিবে তাদেরকে বরে করে আনবে। অতঃপর তারা ফরি আসবে। আল্লাহ বলবনে: ‘যাও, যার অন্তরে অর্ধকে দিনার পরমাণ ঈমান পাবে তাকে বরে করে আন।’ তারা যাদেরকে চনিবে তাদেরকে বরে করে আনবে। অতঃপর তারা ফরি আসবে। আল্লাহ বলবনে: ‘যাও, যার অন্তরে পঁপিড়ার মাথা পরমাণ ঈমান পাবে তাকেও বরে করে আন।’ তখন তারা যাদেরকে চনিবে তাদেরকে বরে করে আনবে। আবু সাঈদ বলবনে: যদি তোমরা আমাকে বশ্বাস না কর তাহলে পড়ো:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

“নশিচয় আল্লাহ অণু পরমাণও যুলম করেন না। আর যদি সটে ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতদিন প্রদান করেন”।

তারপর নবী, ফরেশেতা ও মুমনিরা সুপারশি করবনে। তখন আল্লাহ বলবনে: “আমার সুপারশি বাকি রয়েছে।” তখন তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুষ্টি তুলে নবিনে। ফলে এমন লোক বরে হয়ে আসবে যারা পুড়ে গিয়েছে। তাদেরকে জান্নাতের দরজার কাছে অবস্থতি নহর নকিষে করা হবে। যাকে বলা হয় সঞ্জীবনী পানি। ফলে তারা এর দুই পাশে এমনভাবে গজিয়ে উঠবে যভাবে প্রবহমান পানির উর্বর মাটিতে শস্য গজিয়ে উঠে। তোমরা পাথর ও গাছের পাশে এভাবে গজিয়ে উঠতে দেখেছে। এর মধ্যে যগুলো রোদ পায় সেগুলো সবুজ হয় এবং যগুলো ছায়ায় থাকে সেগুলো সাদা হয়। এরপর তারা এভাবে বরে হবে; যনে তারা মুক্তা। তাদের গর্দানে সীলমোহর দেওয়া হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবশে করবে। তখন জান্নাতরি বলবে: ‘তারা হচ্ছে রহমানের নাজাতপ্রাপ্ত, তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবশে করিয়েছেন কোনও আমলের বনিমিয়ে নয়, যা তারা করেছে বা কোন এমন কল্যাণের বনিমিয়ে নয়, যা তারা অগ্র প্রেরণ করেছে।’ অতঃপর তাদেরকে বলা হবে: ‘তোমাদের জন্য রয়েছে তোমরা যা দেখেছ তা এবং এর সাথে তদানুরূপ’। [হাদীসটি বুখারী (৭৪৪০) বর্ণনা করেন]

কিয়ামতের দিন কবেল তিনি শর্ত থাকলেই কোনও ব্যক্তির জন্য সুপারশি হবে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

“আসমানে এমন অনেকে ফরেশেতা আছে, যাদের সুপারশি কোনও কাজে আসবে না; তবে আল্লাহর যার জন্য চান এবং যার উপর তিনি সন্তুষ্ট, তার পক্ষে তিনি সুপারশি করার অনুমতি দেওয়ার পরই (তা কাজে আসবে)।” [সূরা নাজম: ২৬]

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا



“করুণাময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবে এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন কেবল সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ সদেনি কোনোটো কাজে আসবে না।” [সূরা ত্বাহা: ১০৯]

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

“তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পছন্দে যা আছে তিনি তা জানেন। তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আর তারা তাঁর ভয়ে আতঙ্কিত থাকে।” [সূরা আম্বিয়া: ২৮]

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করতে পারে?” [সূরা বাকারা: ২৫৫]

শর্তগুলো হলো:

১. সুপারিশকারীকে আল্লাহ কর্তৃক সুপারিশের অনুমতি।
২. সুপারিশকারীর ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি।
৩. সুপারিশকৃত ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে: কয়ামতের দনি কিছু মানুষের শাফায়াত গ্রহণ করা হবে না। তাদের মাঝে আছে এমন-সব মানুষ যারা বেশি বেশি অভিশাপ দিত। মুসলিম (২৫৯৮) বর্ণনা করেন: আবুদ-দারদা বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: “বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে এমন ব্যক্তির কয়ামতের দনি সাক্ষী ও সুপারিশকারী হতে পারবে না।”

প্রত্যাখ্যাত নাকচকৃত শাফায়াত হচ্ছে:

এমন শাফায়াত যাতে অনুমতি বা সন্তুষ্টির মত গ্রহণযোগ্য শাফায়াতের শর্তগুলো অনুপস্থিতি। যমেন: মুশরকরা তাদের উপাস্যসমূহের ব্যাপারে যে সুপারিশে বিশ্বাস করে। তারা এই সমস্ত উপাস্যের ইবাদত এ জন্যই তো করত যে সে সকল উপাস্য তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। তারা এই উপাস্যগুলোকে নিজদের এবং আল্লাহর মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ



“জনে রাখো, খাটি দ্বীন কবেল আল্লাহরই। আর যারা তার পরবর্ত্তে (অন্যদের) অভ্যাস (উপাস্য) গ্রহণ করে, (তারা বলে,) “আমরা তো এ জন্যই তাদের উপাসনা করি, যাতো তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মতভেদে ব্যাপারে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দবিনে। নশ্চয় আল্লাহ মথিযাবাদী কাফরকে হদোয়াত করেন না।”[সূরা যুমার: ৩]

আল্লাহ জানিয়ে দলিনে যে এই সুপারশি ঘটবে না এবং কোনও উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

“ফলে সুপারশিকারীদের সুপারশি তাদের কোনও উপকারে আসবে না।”[সূরা মুদ্দাস্সরি: ৪৮]

তনি আরও বলেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“আর তোমরা এমন একটি দিনকে ভয় করো যদেনি কউে কারো কোনও কাজে আসবে না। কারো কোনও সুপারশি গৃহীত হবে না। কারো থেকে কোনও বনিমিয় গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে (পাপীদেরকে) কোনও সাহায্য করা হবে না।”[সূরা বাকারা: ৪৮]

তনি বলেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

“আর এমন একটি দিনকে (কয়ামতের দিন) ভয় করো যখন কউে কারো কোনও কাজে আসবে না, কারো থেকে কোনও বনিমিয় গ্রহণ করা হবে না, কোনও সুপারশি কারো উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে (পাপীদেরকে) কোনও সাহায্য করা হবে না।”[সূরা বাকারা: ১২৩]

তনি বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! এমন দিন আসার পূর্ববে আমার দওয়া জীবিকা থেকে ব্যয় করো যখন কোনও ক্রয়-বক্রয়, বন্ধুত্ব কথিবা সুপারশি (করার সুযোগ) থাকবে না। আর অবশ্বাসীরাই অন্যায়কারী।”[সূরা বাকারা: ২৫৪]

এ কারণেই আল্লাহ তার খলীল ইবরাহীম কর্তৃক মুশরকি পতি আযররে জন্য সুপারশি গ্রহণ করবনে না। আবু হুরাইরা



রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “কয়ামতের দিন ইবরাহিম তার পতি আযরের সাথে দেখা করবে। আযরের চহোরার ওপর থাকবে বসিন্তা ও ধুলো-বালি (অবসাদ)। ইবরাহিম তাকে বলবে: ‘আমকি আপনাকে বলনি আমার অবাধ্য না হতে?’ অতঃপর তার পতি তাকে বলবে: ‘আজ তোমার অবাধ্য হব না।’ অতঃপর ইবরাহিম বলবে: ‘হে আমার রব, আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন যদেনি উঠানো হবে আমাকে অসম্মান করবেন না। আমার পতি পতির অপমানের চয়ে বড় অপমান কী!’ অতঃপর আল্লাহ বলবেন: ‘নশ্চয় আমকি কফরেরদের ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।’ অতঃপর বলা হবে: ‘হে ইবরাহিম, তোমার পায়ের নচি কী? তখন সে দেখতে পাবে রক্তে নমিজ্জতি একটি হয়নো, যার পা ধরে টেনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপে করা হবে।’”[হাদীসটি বুখারী (৩৩৫০) বর্ণনা করেন]